এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুন ২০১১

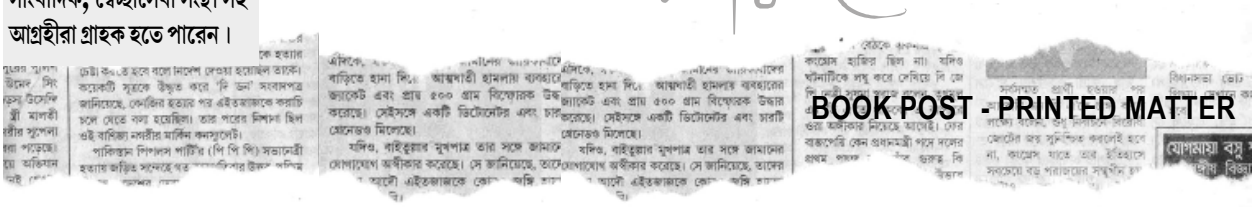

ডেটল ?

১৬/৩৬২

ডেটল বানিয়ে বলেছে। ডেটল বলেছে গ্যাসট্রোইনটেস্টিন্যাল অসুখের জীবাণু ধ্বংস করে সে। গ্যাসট্রোইনটেস্টিন্যাল অসুখ মানে পেটের রোগ। আর ডেটলের এই ওষুধগুণ নাকি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু কনজিউমার কমপ্লেন্টস কাউন্সিল খুঁজেপেতে দেখেছে যে, ডেটলের এই দাবি পুরোপুরি ভুল। তাই কাউন্সিল, ডেটল নিয়ে ডেটলকে পাল্টা অভিযোগ করেছে। অভিযোগের ফলে ডেটল এই বিজ্ঞাপন ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। খবর দিল গোবার টাইমস, মার্চ ১৫-৩১ ২০১১।

মজন্তালী সরকার

১৬/৩৬৩

প্রকৃতিতে আবার যুগ-বিলুপ্তি। এইভাবে শেষ হয়েছিল ডাইনোসর-যুগ। এমনই যুগ-বিলুপ্তি ঘটবে ২২০০-৩০০০ শতকের মধ্যে। বলেছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তবে এই বিলুপ্তির কারণ হবে মানুষ। এই বিলুপ্তির কারণ হবে জন-বিস্ফোরণ, পশুপাখির বাসস্থান ধ্বংস ও জলবায়ু পরিবর্তন। খবর দিল ডাউন টু আর্থ এপ্রিল ১৫-৩০ ২০১১।

নুন শো

১৬/৩৬৪

উচ্চ রক্তচাপের রোগ বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। এই খবর দিচ্ছে 'দ্য ল্যানসেট'। ল্যানসেট এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে ১৯৯টি দেশে। সমীক্ষায় বেরিয়েছে ভারতে এই রোগ বাড়ছে, কমছে উন্নত দেশে।

বলা হচ্ছে এর জন্য দায়ী নুন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্রাপ্ত বয়স্করা দিনে ৫ গ্রামের বেশি নুন খাবে না। কিন্তু ভারতে এই নুন খাওয়ার বহর দিনে ১৩.৮ গ্রাম। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর এক সমীক্ষা এমন কথা বলছে। খবর দিল ডাউন টু আর্থ এপ্রিল ১৬-৩১ ২০১১।

শোধনকলা

১৬/৩৬৫

দূষিত জল পরিষ্কার করে কলার খোসা। ব্রাজিল-এর বিজ্ঞানীরা তাই বলছে। কারখানার বর্জ্য ও চাষজমির সীসা-তামা জলে বয়ে মাটিকে দূষিত করে। এর ফলে অসুখ বাড়ে। ছোট ছোট টুকরোয় কাটা কলার খোসার কুচি এই জল শোধন করতে পারে। এই জন্য এই খোসার কুচির স্তর বানাতে হয়। এইভাবে ১১ বার পর্যন্ত জল থেকে ধাতু দূর করা যায়। ডাউন টু আর্থ এপ্রিল ১৬-৩০ ২০১১ এইসব খবর দিল।

আন্তর্জাতিক বঞ্চনা

১৬/৩৬৬

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাকেন্দ্র থেকে বিশ্বের চাষিরা আগের থেকে কম সাহায্য পাবে। সংস্থার বর্তমান নিয়মতন্ত্র থেকে তা পরিষ্কার। নিয়মতন্ত্রে বলা হয়েছে, সংস্থায় সঞ্চিত জার্মপ্লাজম সহ সবকিছুরই সর্বজনীন ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে। খবর দিচ্ছে ডাউন টু আর্থ মার্চ ১৬-৩১ ২০১১।

পাইন দেবদারু

১৬/৩৬৭

পাইন গাছ কমছে, কমছে দেবদারুও। কমার কারণ বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইড। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ায় নাকি ভূতলের কাছের বাতাসের গতি কমছে। ফলে পাইন-দেবদারু-ম্যাপল-এর বীজ বাতাসে ভর করে ছড়াতে পারছে না। এমন বলছেন, ইজরায়েলের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। খবর দিল ডাউন টু আর্থ মার্চ ১-১৫ ২০১১।

শেল কোম্পানি

১৬/৩৬৮

সেল কোম্পানি মাটি থেকে গ্যাস তুলছে। সেল কোম্পানি গ্যাস তুলতে গিয়ে পানীয় জল দূষিত করছে। জলে মিথেন গ্যাস মিশছে। আমেরিকায় এরকম হচ্ছে। আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এসব দেখেছে। তারা বলেছে এই গ্যাস-কুয়োর এক কিলোমিটারের মধ্যেই এইসব ঘটছে। তারা পেনসিলভ্যানিয়া ও নিউইয়র্কের ৬৮টি ইঁদারার জল পরখ করেছে। পরখ করে এইসব ফল পেয়েছে। বিবিসি নিউজ থেকে এইসব খবর পেলাম।

হ্যালো মনস্যান্টো!

১৬/৩৬৯

মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে মামলা রুজু। মামলা করল ছোট চাষি, জৈব চাষি ও বীজ ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের চাষি আছে, আন্তর্জাতিক জৈব চাষি সমন্বয়ও আছে। তাঁরা মামলা করেছে নিউইয়র্কের ফেডারেল কোর্টে।

মামলা লড়ছে চাষিদের পক্ষে পাবলিক পেটেন্ট ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন আদালতের কাছে জানতে চেয়েছে, মনস্যান্টোর মহাদেশীয় বীজ তাদের জমিতে এসে পড়লে পেটেন্ট আইন ভাঙার দায়ে কৃষক, মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে কিনা। এই খবরটা পাচ্ছি ডাউন টু আর্থ এপ্রিল ১৬-৩০ ২০১১ থেকে।

রায়বেঁশে

১৬/৩৭০

বাঁশ মাইনর ফরেস্ট প্রডিউস-এর মান পেল। আগে বাঁশকে কাঠ বলা হত। এখন থেকে এর ব্যবহার-বিক্রি-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাবে স্থানীয় সম্প্রদায়। ২১ মার্চ ২০১১-র বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছে। খবর দিচ্ছে ডাউন টু আর্থ ১৬-৩০ ২০১১।

বিশ্বনবান্ন!

১৬/৩৭১

বাংলায় চাষ নিয়ে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা হল। আলোচনাসভার স্থান বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১। বিষয় ছিল 'খাদ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সমন্বিত চাষ'। অংশ নেয় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, স্লোভেনিয়া, টিউনিশিয়া, তুরস্ক ও বাংলাদেশের খ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী, আইসিএআর-এর বিজ্ঞানী ও সরকারি আধিকারিকরা। আয়োজক ছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও নাবার্ড।

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো!!

১৬/৩৭২

কেরল-কর্ণাটক এন্ডোসালফান বন্ধের দাবি জানাচ্ছে। কেরল-কর্ণাটকে এর জন্য মানুষ জটিল রোগে ভুগছে মারাও যাচ্ছে। উৎপাদক কোম্পানি বলছে ফি বছর ভারতে এন্ডোসালফান লাগে ১ কোটি ২০ লক্ষ লিটার। আর এর ব্যবহারের শীর্ষ তালিকায় গুটিকয় রাজ্যের ভেতর আমাদের পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু সংগঠন এর প্রতিবাদ করছে। ওদিকে

ব্যবহারকারী এর বিকল্পের দাম বেশি বলে এন্ডোসালফান ছাড়ছে না। খবর এল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল-এর সূত্রে।

আশা ! ১৬/৩৭৩

কর্ণাটকের শ্রেণিকা রাজের পরিবার পাঁচ-প্রজন্ম ধরে এক খরা-সহনশীল ধানবীজ সংরক্ষণ করছেন। এই ধানের নাম 'বুদ্দ বাথ'। শ্রেণিকা রাজের বাড়ি কর্ণাটকের হাভেরি জেলার চিন্নিকাট্টেতে। 'বুদ্দ বাথ' পাঁচ মাসের ধান। জুনে বুনে নভেম্বরে কাটতে হয়। ফি বছর এই পরিবার জমির প্রয়োজনের বেশি বীজই সংরক্ষণ করে প্রতিবেশী অন্য চাষির জন্য। যাতে প্রতিবেশী চাষির কম পড়লে সে এখান থেকে বীজ পায়। এই সব খবর পেলাম কেরলের প্যাডি সমাচারপত্রের জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায়।

গ্লাইফোআপসেট ১৬/৩৭৪

যেই আগাছানাশকে গ্লাইফোসেট আছে, তা থেকে সন্তানের জন্মগত ত্রুটি হতে পারে কিংবা গর্ভের সন্তান নষ্ট হতে পারে, এমন কি হতে পারে ক্যানসারও। এমন কথা বলছেন আর্জেন্টিনার বিজ্ঞানী আন্দ্রে কারাসকো। কারাসকোর এই গবেষণা আর্জেন্টিনা সরকারের উদ্যোগে হয়েছে। খবর দিচ্ছে জানুয়ারি ২০১১-র প্যাডি সমাচারপত্র।

জলদস্যু ১৬/৩৭৫

উত্তরভারতে সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল দেয় দৈনিক ৫ শতাংশ। বাকিটা নলকূপ দিয়ে তোলা হয়। এই নলকূপের জলে নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক ও খনিজ মিলেছে। তার মধ্যে চাষ জমিতে ব্যবহার করা সারের নাইট্রেট, ফ্লুরাইড ও আর্সেনিক আছে। এইসব জানা গেছে এক সমীক্ষা থেকে। সমীক্ষাটা সরকারি সমীক্ষা। পানীয় জল থেকে এইসব ক্ষতিকর সামগ্রী সরানোর কারিগরি সরকারের নেই। সরকার একথা স্বীকার করেছে। সরকার এইজন্য বৃষ্টি-জল সংরক্ষণের কথা বলছে। এইসব খবর দিচ্ছে জাগরণ পোস্ট মে ২০১১।

রাজকাহিনী ১৬/৩৭৬

রাজস্থানের টিকাওয়ারায় রুক্ষ-ন্যাড়া জমিতে জঙ্গল। ২৫ বছর আগে এই জমি ধু ধু মাঠ ছিল। সেই জমিতে এখনও বাবুল, নিম আর হরেক পাখি। এই কাজের পেছনে আছে বেয়ারফুট কলেজ। টাকা দিয়েছে সেন্ট্রাল ওয়েস্টল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। কাজ শুরু হয়েছে ১৯৮৭তে, চলছে আজও। সব মিলে জঙ্গল হয়েছে ৫০ একর জমিতে। এই সব খবর এল সিভিল সোসাইটিপত্রের মে ২০১১-এর সূত্রে।

কিউবাঃ ১৬/৩৭৭

কিউবার রেস্তোরাঁয় সৌরচুলায় রান্না। রেস্তোরাঁর নাম এল রোমেরো। রেস্তোরাঁটি কিউবার পিনার ডেল রিও এলাকায়। এখানে রান্না হচ্ছে সূর্য থেকে আর চুল্লি এমনভাবে তৈরি, যে রান্না করতে গিয়ে আলাদা করে কার্বন তৈরি হচ্ছে না। এই খবরটা আছে সোলার কুকার রিভিউ পত্রের এপ্রিল ২০১১ সংখ্যায়।

মিষ্টি দুঃখ ! ১৬/৩৭৮

কৃষ্ণা নদী দূষিত হয়েছে। দূষিত নদী বিষিয়ে দিয়েছে ভূ-জলকে। নলকূপ থেকে সেই বিষ-জল খেয়ে মারণ রোগ ছড়াচ্ছে। এসব ঘটছে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের এক গ্রামে। গ্রামের নাম ভানেরা খেমচন্দ্রপুর। এই গ্রামে একটা সরকারি চিনিকল আছে। নদী-দূষণ এই চিনিকল-বর্জ্য থেকে। নদী দূষণ থেকে হচ্ছে পানীয় জলের দূষণ। আর সেই জল খেয়ে যক্ষ্মা, চর্মরোগ ও ক্যানসারও হচ্ছে। এখন অব্দি মারা গেছে ৩০ জন। অনেকেই ভয়ে বাধ্য হচ্ছে গ্রাম ছাড়তে। এইসব খবর দিল জাগরণ পোস্ট এপ্রিল ২০১১।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

COLOR ১৬/৩৭৯

রঙিন খাবার আমদানিতে আমেরিকায় কড়াকড়ি বাড়ল। ওদেশের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমদানি করা খাবার পরখ করেছে। পরখ করে বেআইনি রং-নিষিদ্ধ–রং পেয়েছে। পেয়েই ফরমান দিয়েছে। বলেছে, আমদানি-খাবারে খালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুমোদিত রং থাকবে। লেবেলে সেই রং-এর কথা আমেরিকার পরিভাষায় দেওয়া থাকবে। চলতি জানুয়ারি থেকে এপ্রিল অব্দি ৮৭ টা কোম্পানিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই কথা জানিয়েছে। তথ্য জানাতে তারা ওয়েবসাইটও খুলেছে। এইসব খবর দিল বেকিং অ্যান্ড স্ন্যাকস ইন্টারন্যাশনাল মে ২০১১ সংখ্যা।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে ... ১৬/৩৮০

বারাণসীতে জৈব খাবারের রেস্তোরাঁ হয়েছে। রেস্তোরাঁটি বারাণসী ক্যান্টনমেন্টের কাছে। নাম ব্রাউনি অরগ্যানিক রেস্তোরাঁ। দু বছরের বেশি হল রেস্তোরাঁটি চলছে। মালিকের নাম বিশাল সহগল। বিশাল আগে গাড়ির সরঞ্জামের ব্যবসা করতেন। এখন ব্যবসা রেস্তোরাঁর। ব্যবসা-বদলের পেছনে আছে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে বাবাকে হারানো। রেস্তোরাঁর জন্য বিশাল জৈব শস্য ও খাদ্যসামগ্রী পান উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বাইরের নানা উৎস থেকে। চিজ আসে আরোভিল ও কোডাই থেকে, মাংস হিমাচলের কুলু থেকে, চাল-ডাল-মশলাপাতি মির্জাপুর থেকে আর আনাজপাতি আশপাশের চাষির থেকে। এখানে জৈব-জাত দুধ, পনির, মধুও আসে। জৈব আনাজপাতি চাষিরা বাজার চলতি দামেই দেয়, বাড়তি দাম নেয় না। মরশুমে রেস্তোরাঁয় দিনে ১৫০ জন খরিদ্দারও হয়। ঠিকঠাক চললে এই রেস্তোরাঁ থেকে বিশালের আয় মাসে ৫ লাখ। এইসব খবর পেলাম সিভিল সোসাইটি পত্রের মে ২০১১-র সূত্রে।

মারীচ ! ! ১৬/৩৮১

খাবার মোড়কের রাসায়নিকে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এই রাসায়নিক পাওয়া গেছে মানুষের রক্তে। এমন কথা বলছেন কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। বলা হচ্ছে এই মোড়কে থাকে ডাইপ্যাপস প্রলেপ। ডাইপ্যাপস খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরে যায়। শরীর জুড়ে রোগভোগ হয়। আমেরিকার এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি ওদেশে তাবৎ কোম্পানিকে ২০১৫-র মধ্যে এই জাতীয় রাসায়নিক বন্ধ করার ফতোয়া দিয়েছে। এর ওপর নিষেধাদেশ বলবৎ এর কথা ভাবছে রাষ্ট্রসঙ্ঘও। খবর দিচ্ছে টেরা গ্রিন।

বৈচিত্র ও সমন্বয় দুটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। সবুজ বিপ্লবের দৌলতে রাসায়নিক চাষ ব্যবস্থা এই বৈচিত্রকে ধ্বংস করেছে। হারিয়ে গেছে সমন্বয়ের ভাবনা। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে সার্ভিস সেন্টার সুস্থায়ী কৃষি ও সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা সুসমন্বিত খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বহু প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠছে। যেমন, এইটুকু জমি থেকে কি একটা গোটা পরিবারের সারাবছরের পুষ্টির সংস্থান করা সম্ভব ? বাইরের সাহায্য ছাড়া এই ধরনের খামারগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় কি ? এতে চাষির যদি সত্যিই লাভ হয়, তাহলে আশপাশের সব চাষিরা এই চাষব্যবস্থা প্রবর্তনে এগিয়ে আসছেন না কেন ? পূর্ব মেদিনীপুরের ৫ জন চাষির সুসমন্বিত খামারের গল্প নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে এইসব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। প্রশ্নগুলি যদি আপনাদেরও পীড়িত করে তাহলে একবার দেখতেই হবে **‘পাল্টে গেল জীবনজমিন’**। আর, আমাদের মতো যারা গ্রামে গ্রামে সুস্থায়ী কৃষির প্রবর্তনের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণে বা প্রচারে ছবিটি দেখিয়ে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। মূল্য ৬০ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা :

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু